اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণার সংজ্ঞাঃ

اَلْاِجْتِهَادُ এর শাব্দিক অর্থঃ প্রচেষ্টা করা, সাধনা করা।

اَلْاِجْتِهَا دُ এর আভিধানিক অর্থঃ- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ হতে শরীয়তের হুকম তথা আদেশ-নিষেধ এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ এর নিগুঢ় অর্থ উদঘাটনের জন্য এবং দুই অর্থবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিরলস, প্রবল ও প্রগাঢ় সাধনা বা চেষ্টা করাকে اَلْاِجْتِهَا دُ তথা গবেষণা বলে।

اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণার কারন ও উৎপত্তিঃ

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফের দ্ব্যর্থবোধক শব্দের কোনটি গ্রহনীয় তা নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত সমস্যার সমাধান দিতে اَلْاِجْتِهَادُ তথা

সিদ্ধান্তঃ অজ্ঞজনের জন্য বিজ্ঞজনের সাধনালব্দ জ্ঞানের ফলাফল মেনে নেওয়া জরুরী বা আবশ্যক। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-" فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ-"অতপর যদি তোমরা না জান তা হলে জ্ঞানীজনদের জিজ্ঞাসা কর", সুরা নহল,আয়াত নং-৪৩) ।

شُرُوْطُ الْاِجْتِهَادِ বা ইজতিহাদ তথা গবেষণার শর্তাবলীঃ

شُرُوْطُالْاِجْتِهَادِ বা ইজতিহাদ তথা গবেষণার শর্তাবলী তিনটি-

ক. কুরআন মজিদের শব্দও অর্থ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান হওয়া ।

খ. কিতাবুল্লাহর অনুরুপ ইলমু হাদিস তথা হাদিস শরীফের সকল শ্রেণির প্রকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

গ. কিয়াসের সকল প্রকার ও শর্তাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা।

اَلْقِيَا س তথা তুলনা বা অনুমানের সংজ্ঞাঃ

ক.সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবনের নামই হচ্ছে কিয়াস ।

খ. মূল আইন হতে ইল্লতের তথা কারনের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তই হচ্ছে কিয়াস।

গ. একটি পরিচিত বিষয়ের সাথে অন্য পরিচিত বিষয়ের ইল্লতের বা সূত্রের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে কিয়াস।

ঘ. যে বিষয় সম্পর্কিত বিধান পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'তে নেই সে জাতীয় বিষয়কে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোন বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবনের নামই হচ্ছে কিয়াস।

شُرُوْطُ الْقِياس>কিয়াস তথা তুলনা বা অনুমানের শর্তাবলীঃ

اَلْقِيَاس(কিয়াস) এর শর্তাবলী হচ্ছে চারটি-

ক. "اَصْل"(আসল) তথা مَقِيْس عَلَيْهِ (মাকিস আলাইহি) এর حُكْم (হুকুম)এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া অন্য نَص'' দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া না চাই যাহার উপর قِياس (কিয়াস)করা হবে তার حُكْم (হুকুম)তার জন্য অন্যদলীলের দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া না চাই।

খ. مَقِيْس عَلَيْهِ (মাকিস আলাইহি) তথা কিয়াসকৃত বিষয় قِياس (কিয়াস) তথা তুলনা বিরোধী না হওয়া (আসল বিষয়টি কিয়াসের পরিপন্থী না হওয়া)।

গ. مَقِيْس عَلَيْهِ (মাকিস আলাইহি) তথা কিয়াসকৃত বিষয়টি কোন পরিবর্তন ব্যাতিত نَص (নস) বিহীন শরয়ী' তথা আইনগত حُكْم (হুকুম)এর সাথে فَرْع'(ফারউন) তথা শাখার প্রতি/ দিকে স্থানান্তর হওয়া চাই نَص (নস) দ্বারা শরীয়তের যে حُكْم (হুকুম) সাব্যস্ত হয়েছে অনুরুপ সে حُكْم (হুকুম)টি এমন শাখার প্রতি নিয়ে যেতে হবে যা "اَصْل"(আসল) এর সমতুল্য।

ঘ. قِياس (কিয়াস)এর পূর্বে عَلَيْهِ مَقِيْس (মাকিস আলাইহি)এর حُكْم (হুকুম) যেরুপ ছিল قِياس (কিয়াস) এর পরেও ঠিক তদ্রুপ থাকবে(আসলের হুকুম শাখার দিকে নিয়ে যাবার পরও আসলের নসের হুকুম যথারীতি পূর্বের ন্যায় বাকী বা হুবহু বহাল থাকবে)।